প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৯১)ঃ একটি জ্বরাজীর্ণ এক তলা পাকা জামে মসজিদ ভেঙে ফেলে তথায় মূল ভূমির উপর পূর্ব এবং উত্তর পাশে কিছুটা সম্প্রসারিত করে সমগ্র নীচতলা দোকানপাট ও আবাসিক কোয়ার্টার এবং দোতলায় মসজিদকরণ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

-আলতাফ হোসায়েন
নাটোর

উত্তরঃ মসজিদের নীচতলায় আবাসিক কোয়ার্টার ও দোকানপাট করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হিব্বান ইবনে আরিফাহ নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে? তীর বিদ্ধ করেছিল। তাকে নিকটে রেখে শুশ্রূষা করার জন্য নবী (ছাঃ) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন। মসজিদে নববীতে বনু গেফার সম্প্রদায়েরও একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে বলল, হে তাঁবু বাসী এটা আমাদের দিকে তোমাদের তরফ থেকে কি আসছে? দেখা গেল সা'দ (রাঃ)-এর যখম হ'তে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এতেই মারা গেলেন।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আরব গোত্রের এক কৃষ্ণকায় দাসী রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (তার থাকার জন্য) মসজিদে একটা তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। আছহাবে ছুফ্ফা মসজিদে থাকতেন এটা প্রসিদ্ধ কথা। উকল গোত্রের কিছু লোক আছহাবে ছুফ্ফার সাথে মসজিদে বসবাস করেছিল।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে বসবাস করা যায়। কাজেই মসজিদের নীচের তলায় আবাসিক কোয়ার্টার তৈরী করা বিধি সম্মত। জানা আবশ্যক যে, মসজিদ একমাত্র ইবাদতের স্থান হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনী কল্যাণার্থে বহু কাজে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কোষাগার হিসাবে, মেহমানখানা হিসাবে, বিচারালয় হিসাবে, বসবাস স্থল হিসাবে, কয়েদখানা হিসাবে, হিসাবে ইত্যাদি। অনুরূপ মসজিদের মানকে অক্ষুন্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে মসজিদের জায়গায় অথবা নীচতলায় দোকানপাট বানানো যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন ক্ষতি নেই।- ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৮ পৃঃ। মিয়াঁ নাযীর হোসাইন দেহলভী বলেন, মসজিদের কল্যাণের জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়।- ফাৎওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় খণ্ড ৩৬৮ পৃঃ। আল্লামা কাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদ দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানীর হাউয করতে পারে।- মুগনী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, নীচতলার কক্ষগুলি অথবা দোকানপাট গুলি মসজিদের অধীনে হ'তে হবে। নীচতলা কারো ব্যক্তিগত অধীকারে থাকলে তা মসজিদে রবলে গণ্য হবে না।- মুহাল্লা ৩য় খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

প্রশ্ন-(২/৯২)ঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হ'তে হবে কি? যদি ওয়াক্ফ হ'তে হয় তাহ'লে ওয়াক্ফের জন্য কতদিন দেরী করা যায়?

-আব্দুল হক
তোফরুল্লাহ হাজীর টোলা
পোঃ দেবীনগর, নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হ'তে হবে এবং জমি ওয়াক্ফ করেই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) মদীনায় এসে মদীনার উচ্চ অংশে বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। নবী (ছাঃ) সেখানে ২৪ দিন থাকলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারকে ডেকে পাঠালে তারা ঝুলন্ত তরবারীসহ উপস্থিত হ'ল। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি নবী (ছাঃ) তাঁর সওয়ারীর উপর, আবুবকর (রাঃ) তাঁর পিছনে এবং বনু নাজ্জারের দল তাঁর চার দিকে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর জিনিসপত্র নামালেন। তিনি যেখানে

http://islaminonesite.wordpress.com

পোষাক পরিধান করা উচিৎ নয়, যে পোষাকে শরীরের কোন কোন অংশ প্রদর্শিত হয়, যে পোষাক শরীরে সাথে এমন ভাবে সেঁটে থাকে যে, শরীরের বিভিন্ন অংশের আকৃতি হুবহু প্রকাশ পায়। যে পোষাকের কাপড় এত পাতলা যে, শরীরের রং প্রকাশ পায় বা শরীর দেখা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরূপ পোষাক পরার প্রতি ভর্ৎসণা করে বলেছেন, 'এরূপ কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা জান্নাতের গন্ধটুকুও পাবে না'।- মুসলিম ২য় খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায় পৃঃ ২০৫।

পাতলা কাপড় পরিধান কারীনী জনৈকা মহিলার দিক থেকে নবী (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, 'হে আসমা! মেয়ে যখন যুবতী হয়ে যায় তখন তার শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করা উচিৎ নয়।-আবুদাঊদ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৭২।

হাফসা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে আয়েশার নিকট আসলে তিনি রাগে তা দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটা মোটা ওড়না পরিয়ে দেন। -মালেক, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় ৫/৪৩৭৫।

অপরদিকে পুরুষদের পোষাক মেয়েদের পরা উচিৎ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন কারীনী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন। -বুখারী ও আবুদাঊদ 'লিবাস' অধ্যায়; তিরমিযী 'আদব' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ 'নিকাহ' অধ্যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের পোষাক পরে। -আবুদাঊদ 'লিবাস' অধ্যায়।

অতএব মহিলারা উল্লেখিত নিষিদ্ধ পোষাক ও কাপড় ব্যতীত যেকোন রকম পোষাক পরতে পারে, যাতে তাদের শরীরের কোন অংশ পর পুরুষের জন্য প্রদর্শিত না হয়। তবে বাড়ীর ভিতরে স্বীয় স্বামীর সম্মুখে শরীর প্রদর্শন জনিত যেকোন পোষাক পরতে পারবে। এতে কোন নিষেধ নেই।

প্রশ্ন-(৪/৯৪)ঃ ছালাতে কাতার দেওয়ার সময় ইমাম ছাহেব ছয় বা আট ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে বলেন। এইভাবে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে হবে কি? ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুখলেছুর রহমান ও তোফাযযাল
গ্রামঃ প্রক্ষ্পুর, পোঃ দাওকান্দী,
থানাঃ দুর্গাপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের ছয় বা আট ইঞ্চি পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বলা তাঁর মনগড়া ফৎওয়া মাত্র, যার কোন ভিত্তি নেই। এমনকি নির্দিষ্ট পরিমাণ পা ফাঁক করতে বললে শরীয়তের উপর মিথ্যা আরোপ করা হবে, যা ঘোরতর অপরাধ। ছহীহ হাদীছে পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর এবং ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা লাইন গুলো সোজা করে নাও এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম আমি দেখছি যে, শয়তান ছাগলের বাচ্চার মত তোমাদের কাতারের মাঝখানে ফাঁক গুলোতে ঢুকছে।- আবুদাঊদ, মেশকাত ৯৮ পৃঃ হাদীছ ছহীহ। আবু মাস'উদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে আমাদের কাঁধগুলো ধরে সোজা করে দিতেন।-মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।-বুখারী ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা কাতার সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমান ভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁকা স্থান রেখো না। কেননা যে ব্যাক্ত কাতারে মিলে দাঁড়াল, আল্লাহ তার সঙ্গে মিলে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা কর্তন করলো, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে থাকেন।-আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২। এই হাদীছ গুলি প্রমাণ করে যে, একজন মুছল্লী দাঁড়িয়ে তার ডান ও বাম পাশে দু'জন মুছল্লীকে দাঁড় করিয়ে এবং তাদের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন। অবশ্য নিজের দুই পায়ের মাঝে যতটা স্বাভাবিক ফাঁক থাকে, ততটা ফাঁক থাকা বিধি সম্মত।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-(৫/৯৫)ঃ বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি কি কুরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী? জনসংখ্যা বহুল রাষ্ট্রে মেম্বার, চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্র প্রধান ইত্যাদি কিভাবে নির্বাচিত হবে? সরকার গঠনে ইসলামের বিধান কি?

-মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ রফীক
সাঁকোয়া, কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও পরিচালনা একাধিক কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপন্থী। তারমধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। নেতৃত্ব ও পদ লাভে প্রার্থী হিসাবে প্রথমে মনোনয়পত্র দাখিল করতে হয়। অতঃপর ভোট প্রার্থনা করতে হয়। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা রকম পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা করা ও নেতৃত্ব চাওয়া অবাঞ্ছিত। মহানবী (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় তাকে আল্লাহ্র কসম আমরা নেতৃত্ব প্রদান করি না এবং যে ব্যক্তি এর কামনা করে।-বুখারী, 'নেতৃত্বের লোভ অপসন্দনীয়' অধ্যায়।

২. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় সকল প্রকার লোকের ভোট দানের অধিকার ও নেতা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সর্বোচ্চ তাকওয়া ও দ্বীনদার পুরুষ ব্যক্তির নেতা নির্বাচিত হওয়ার অগ্রাধিকার রয়েছে এবং সকল প্রকার লোকের ভোট দানের পরিবর্তে রয়েছে মজলিশে শূরা-এর ব্যবস্থা, যেখানে শুধু থাকবেন বিচক্ষণ দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

৩. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় সরকার ও বিরোধীদল থাকা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ইসলামে সরকার গঠন ও সরকার পরিচলনায় কোন বিশেষ দলের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। বিরোধী দল থাকা ও বিরোধী দল হিসাবে আন্দোলন করার অবকাশ থাকা তো বহুদূরের কথা। বরং ইসলামে প্রথমতঃ রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হবেন এবং তার হাতে সকল নেতৃবৃন্দ তথা গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ বায়'আত করবেন। অতঃপর বাকী অন্যান্য প্রতিনিধির নিযুক্তি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বে থাকবে।

৪. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। অতএব তখন পার্লামেন্ট কর্তৃক আল্লাহ্র আইন লংঘন করা নিষিদ্ধ হবে।

৫. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় মেম্বার, চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি প্রতিনিধিগণ জনগণের ভোটে কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে ইসলামে এই দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নিরঙ্কুশ ভাবে থাকবে। যেটা তিনি মজলিশে শূরার পরামর্শক্রমে অথবা একক ভাবে করতে পারেন।

৬. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রস্তাব ব্যতীত একক ভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আইনতঃ জারী করতে পারেন না। তিনি তাদের নিকট একরূপ জিম্মী থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন ক্ষমতাশালী। তিনি ইচ্ছা করলে কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে তাঁর একক সিদ্ধান্ত জারী করতে পারবেন। তবে সর্বক্ষেত্রেই পরামর্শ ভিত্তিক অগ্রসর হওয়াই ইসলামী আদর্শের অনুকূল।

৭. প্রচলিত ধারায় সরকার প্রধান জনগণের নিকট দায় বদ্ধ থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান মূলতঃ আল্লাহ্র নিকটে অতঃপর জনগণের নিকটে দায় বদ্ধ থাকেন।

৮. প্রচলিত ধারায় সরকারকে মানব রচিত ও তাদের অনুমোদিত আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানকে কিতাব ও সুন্নাহ্র আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়।

৯. প্রচলিত ধারায় প্রতি পাঁচ বছর কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনরায় নতুন সরকার গঠনে নির্বাচন দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে একবার রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হয়ে গেলে তাঁর কুফূরী, মৃত্যু, কর্তব্যে অবহেলা, অপারগতা কিংবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ব্যতীত আর নতুন কোন নির্বাচন নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

১০. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতৃত্বকে একটি কঠিন বোঝা ও পরকালীন জওয়াব দিহীতার জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা মনে করা হয়। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট একটি বয়স হ'লেই সকলকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের হকদার মনে করা হয় এবং সেকারণ ৪/৫ বছর মেয়াদ অন্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সকলকে নেতা হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে শুরু হয় নেতৃত্বের লড়াই, গ্রুপিং, দলাদলি, মারামারি-কাটাকাটি। এভাবে সমাজের সর্বত্র অশান্তির আগুণ জ্বলে ওঠে। সরকারী ও বিরোধী দলের লড়াইয়ের মধ্যেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। দেশের ও জনগণের কল্যাণ গৌণ হয়ে যায়।

মোদ্দা কথা নেতৃত্বের স্থিতিশীলতার ও আখেরাত মুখী প্রশাসন থাকার কারণে ইসলাম একটি শান্ত ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দেয়- যা একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন (৬/৯৬)ঃ শ্বশুর ও শাশুড়ী র পায়ে সালাম করা কি বিধি সম্মত? এবং সালামীর টাকা গ্রহণ করা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ রিয়াযুল ইসলাম
গ্রামঃ হাজীপুর
থানা ও জেলাঃ জামালপুর

উত্তরঃ শ্বশুর ও শাশুড়ীর পায়ে সালাম করা এবং সালাম করে সালামীর টাকা প্রদান কিম্বা গ্রহণ করা কোনটাই জায়েয নয়। অনুরূপ ভাবে সমাজে যে কদমু বুসি নামে পদ চুম্বনের যে প্রথা দেখা যায় এটাও বিধি সম্মত নয়। কেননা পায়ে চুমু কিম্বা সালাম দেওয়া ও সালামীর টাকা গ্রহণ করা সবটাই ইসলামী শরীয়তে নতুন সৃষ্টি। বরং এগুলি হিন্দু সমাজ থেকে অনুপ্রবিষ্ট বিদ'আতী রেওয়াজ। কোন কোন ছাহাবী কখনো কখনো ভালবাসার আতিসায্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাত, পা, কটিদেশ ইত্যাদি চুম্বন করেছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে সকল ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে মুসলিম সমাজের কোথাও এর রেওয়াজ ছিলনা।

অতএব দ্বীন ইসলামের মধ্যে ইসলামী রীতির নামে যে কোন সৃষ্টি রীতি প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত। যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা দ্বীনের মধ্যে নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭। অতএব শ্বশুর বা শাশুড়ীর অনুরূপ কোন মুরব্বীর পায়ে সালাম এবং সালামীর টাকা প্রদান ও গ্রহণ করা ইসলামে প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত।

প্রশ্ন (৭/৯৭)ঃ মীলাদ পড়া জায়েয কি না? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ইউনুস আলী
বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর

উত্তরঃ জন্মের সময় কালকে আরবীতে মীলাদ বলা হয়। সে হিসাবে মীলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্ম কাল। মীলাদ হচ্ছে নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রুহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলা ও সর্বশেষে জিলাপী বিলানো। এই সব মিলিয়ে মীলাদ মাহফিল একটা সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বরং দু'ঈদের সাথে যোগ হয়ে তৃতীয় আর একটি ঈদ হিসাবে গন্য হয়েছে। অন্য দুই ঈদের ন্যায় এ দিনও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল কল-কারখানা অফিস-আদলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

মীলাদ আবিষ্কারঃ ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও সর্বপ্রথম সুন্নীদের মধ্যে কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে। মীলাদের প্রচলন ঘটে। প্রতি বৎসর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন্য ২০টি খানকাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। ইবনুল জওযী বলেন, তিনি আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানাওট গল্প লিখতে বাধ্য করতেন। মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে সর্বপ্রথম আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়াহ 'আত-তানভীর ফী মাওলীদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লিখেন এবং সেখানে বহু জাল ও বানাওট হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশি

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ প্রদান করেন। -দেখুন ইবনে খাল্লেকান।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বেয়ামী অন্যটি বে-ক্বেয়ামী। ক্বেয়ামীদের যুক্তি হ'ল তারা রাসূলের সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলের (ছাঃ) রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এ ধারণা সর্বসম্মত ভাবে কুফরী।

উল্লেখিত তথ্যাদি হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, এই মীলাদ প্রথাটি নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত নয়। বরং এটি তার বহুযুগ পরে ধর্মের নামে নব আবিষ্কৃত একটি নিছক বিদ'আত মাত্র। উজ্জ্বল শরীয়তে যার স্থান নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি আমার শরীয়তে নুতন কিছু সৃষ্টি করে যা আমার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহ'লে উহা পরিত্যাজ্য।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।

প্রশ্ন (৮/৯৮)ঃ মুর্দাকে দাফন করার পর সকলের বাড়ী ফিরার সময় মুর্দার নিকটতম ব্যক্তি কিছুক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
সাং- রায়দৌলতপুর
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

উত্তরঃ মুর্দাকে দাফন করার পর মুর্দার কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বিধি সম্মত কাজ, যা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুর্দাকে দাফন করে অবসর হলে তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর আল্লাহ যেন তার (জিহ্বাকে ফেরেশতাদের উত্তর দানে) দৃঢ় করে দেন। এখন তাকে জিজ্ঞেসা করা হচ্ছে।-আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ২৬; হাদীছ ছহীহ মির'আত ১ম খণ্ড ২৩০ পৃঃ।

এই হাদীছের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন সহ জানাযায় উপস্থিত সকল সাধারণ মুছল্লী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আর বিশেষ ভাবে মৃত ব্যক্তির সন্তানাদীর দো'আ ইস্তিগফার করার বিষয়টি অন্যান্য হাদীছ দ্বারা আরো সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি আমল চালু থাকে (১) ছাদকায়ে জারিয়াহ (২) এমন বিদ্যা যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় (৩) সৎ সন্তান যে পিতার জন্য দো'আ করবে।-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩২। কাজেই সবার চলে যাওয়ার পর নিকটতম ব্যক্তিদের পুনরায় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দো'আ ইস্তিগফার করা সুন্নাত হবে না বরং মাঝে মধ্যে বা সর্বদা মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে।

প্রশ্ন (৯/৯৯)ঃ মসজিদের যে কোন স্তরের অর্থ মসজিদের সর্দারের কাছে থাকলে তা থেকে তিনি ব্যক্তিগত কাজে কিংবা সমাজের সুবিধার্থে হাওলাত নিতে অথবা দিতে পারবেন কি? অনুগ্রহপূর্বক দলীল সহ জানাবেন।

-আতাউর রহমান
উত্তর জাদিয়ালী

উত্তরঃ মসজিদের সর্দার হৌন কিংবা সমাজ নেতা হৌন নেকী ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মসজিদের অর্থ ঋণ দেওয়া অথবা নেওয়া যাবে। মসজিদ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে। কেননা সর্দারের নিকট মসজিদের অর্থ আমানত স্বরূপ থাকে। ফলে অনুমোদন ব্যতীত মসজিদের অর্থ লেন-দেন করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদ কমিটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঋণ গ্রহণে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য কিংবা চাতুরী যেন না থাকে। আর এমতাবস্থায় ঋণ অনুমোদন না করাই হবে। যেহেতু অর্থ আত্মসাৎ গোনাহের কাজ। আর আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা কর না' (সূরা মায়েদা ২)।

প্রশ্ন (১০/১০০)ঃ মু'আনাক্বার শারঈ বিধান কি? বিশেষ কোন সময়ে অথবা কোন অনুষ্ঠানে মু'আনাক্বা করা বিদ'আত হবে কি?

-আব্দুল গোফরান
ভাইস প্রেসিডেন্ট
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ
কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

উত্তরঃ মুছাফাহা ও মু'আনাক্বা ইসলামে একে অপরের সহিত সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার এক বড় মাধ্যম। আর এই রূপ

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

আমল ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দিনের কোন এক সময় নবী (ছাঃ) বের হ'লেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি।.. এমতাবস্থায় তিনি বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে উপস্থিত হ'লেন এবং সেখান থেকে ফিরে ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ীর অঙিনায় এসে বসলেন। .... কিছুক্ষণ পর দ্রুত গতিতে হাসান আসল। নবী (ছাঃ) তার সাথে গলাগলি করলেন ও চুমু খেলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ তুমি তাকে ভালবাস এবং যারা তাকে ভালবাসে, তাদেরকেও তুমি ভালবাস।- বুখারী ১ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ।

বিশেষ কোন সময়ে অথবা কোন অনুষ্ঠানে মু'আনাক্বা করার কোন শারঈ বিধান পাওয়া যায় না। তবে আগন্তক ব্যক্তির সহিত মু'আনাক্বার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

(১) আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর হ'তে আসলে মু'আনাক্বা করতেন।- তাবারাণী, তোহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করলেই তিনি আমার সাথে মুছাফাহা করতেন। একদা তিনি আমার নিকট লোক পাঠান। তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি বাড়ীতে আসতেই তাঁর লোক পাঠানোর সংবাদ দেয়া হয় এবং আমি তাঁর নিকট আসি। তখন তিনি তাঁর খাটের উপর ছিলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন ও গলাগলি করেন।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

(৩) জাবের (রাঃ) বলেন, আমি একদা সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওনাইসের নিকট আসি। অতঃপর আমি দারওয়ানকে বলি- বাড়ীতে বল যে, জাবের দরজায় রয়েছে। (তিনি ভিতর হ'তে) বললেন, কে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম জি হাঁ। তিনি বের হয়ে আসলেন এবং আমার সাথে গলা গলি করলেন'।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী বলেন, গলাগলি করা সফর হ'তে আগন্তকের সাথে খাছ। আর ইহাই সত্য ও সঠিক।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

পূণঃ প্রকাশের পথে

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

সংক্ষিপ্ত

এতদ্বারা আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ১ম সংস্করণ গত ২৭.২.৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত হবার পর এপ্রিল মাসেই বিক্রয়যোগ্য সকল কপি শেষ হয়ে যায়। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। এক্ষণে পাঠক সাধারণের ব্যাপক চাহিদা পূরণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় ২য় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা জামা'আতের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকটে এবং পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকটে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর কোনরূপ সংশোধনী বা সংযোজন প্রস্তাব থাকলে তা আগামী ৩০শে জুন'৯৮-এর মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করছি। ওয়াস্‌সালাম। ইতি-

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
সচিব
হাদীছ ফাইণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com